রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুন ১৪, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রাণিসম্পদ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ০৭ জুন ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৩.০১.০০০০.১১৮.০৬.৫৩৩.১৮.২৪৩**—গত ২২ জানুয়ারি ২০২৬/৮ মাঘ ১৪৩২ তারিখে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপ 'জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২৬' প্রণয়ন করিল :

'জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২৬'

প্রথম অধ্যায়

১.০ **ভূমিকা:**

১.১	পোল্ট্রি হচ্ছে পাখি জাতীয় যে সকল প্রজাতি মানুষের তত্ত্বাবধানে থেকে বংশবৃদ্ধি করে এবং মানুষের আমিষের চাহিদাপূরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যেমনঃ হাঁস, মুরগি, কোয়েল, কবুতর, টার্কি, রাজহাঁস, তিতির, উট পাখি, ফিজেন্ট ময়ুর, সোয়ান পাখি ও অন্যান্য পাখি। পোল্ট্রি খাতের উন্নয়ন বলতে পোল্ট্রি ও পোল্ট্রির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পোল্ট্রিজাত পণ্যের বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন, প্রজনন, মান নিয়ন্ত্রণ, খামার ব্যবস্থাপনা এবং বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকে বোঝায়।
১.২	পোল্ট্রি পালন পদ্ধতি প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হল ঐতিহ্যগতভাবে পরিচালিত পারিবারিক পদ্ধতি এবং অন্যটি বাণিজ্যিক পোল্ট্রি পালন পদ্ধতি। গ্রামীণ এলাকায় এখনও অনেক বাড়িতে পারিবারিক পদ্ধতিতে পোল্ট্রি পালন করা হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নত কৌলিক মানের পোল্ট্রির জাত উন্নয়নে পারিবারিক পোল্ট্রির কৌলিক বৈশিষ্ট্য (Genetic trait) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মূল্য : টাকা ৩০.০০

১.৩	১৯৯০ সাল থেকে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খাতের ব্যাপক উন্নয়ন ও প্রসার ঘটেছে। পোল্ট্রি খাত অন্যান্য বাণিজ্যক খাতের তুলনায় কম পুঁজি নির্ভর ও অধিক শ্রমঘন হওয়ায় দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পোল্ট্রি খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শুধু বাণিজ্যিক পোল্ট্রিতে বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৬০ লাখের অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ খাতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহন পোল্ট্রি উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। সুতরাং পোল্ট্রির উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাণিজ্যিক ও পারিবারিক পোল্ট্রি উভয়ই গুরুত্ব বহন করে। সরকার পোল্ট্রি প্রজনন ও উন্নয়ন, উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রন, পোল্ট্রি স্বাস্থ্য সেবা, প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ ও গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পোল্ট্রির উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।
১.৪	বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের সরবরাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস পোল্ট্রি। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, আবহাওয়া উপযোগীও জলবায়ু সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন এবং পোল্ট্রির কৌলিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে একটি সুপরিকল্পিত ও যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তাছাড়া দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার নিরাপদ আমিষের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, উৎপাদিত ডিম ও মাংসের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, বাজার স্থিতিশীলতা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভ্যাকসিন ও ঔষধের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত এবং খামারীদের স্থানীয় স্বার্থরক্ষা করে রপ্তানিমূখী আন্তর্জাতিক মানের উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতদুদ্দেশ্যে সময়ের সাথে দ্রুত অগ্রসরমান পোল্ট্রি খাতের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক 'জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৬' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিরোনাম, প্রণয়নের ক্ষমতা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন কৌশল

২. **শিরোনাম:** এ নীতিমালা জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা (সংশোধিত), ২০২৬ নামে অভিহিত হবে।

২.১ **প্রণয়নের ক্ষমতা:** রুলস অফ বিজনেস, ১৯৯৬ এর তফসিল-১ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার সময়ে সময়ে নীতি প্রণয়নের ধারাবাহিকতায় এ নীতিমালা জারি করবে।

২.২ **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

২.২.১ পোল্ট্রি উৎপাদন

২.২.১.১ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদি বিশেষতঃ ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি;

২.২.১.২ স্বাস্থ্য সম্মত, নিরাপদ এবং মানসম্মত ডিম, মাংস ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি;

২.২.১.৩ পোল্ট্রি লিটার, পালক, হাঁড়, রক্ত ও মাংসের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি হতে নিরাপদ উপায়ে উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাতকৃত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি;

২.২.১.৪ পোল্ট্রি খাদ্য ও খাদ্য উপাদান/কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন;

২.২.১.৫ সকল ক্ষতিকর খাদ্য উপাদান পোল্ট্রি খাদ্যে ব্যবহার পরিহার করে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন নিশ্চিত করা;

২.২.১.৬ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নত কৌলিক মানের পোল্ট্রির জাত উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও সংরক্ষণ;

২.২.১.৭ পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে দেশীয় প্রজাতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও দ্রুত বংশ বৃদ্ধি ঘটানো;

২.২.১.৮ পোল্ট্রির খাদ্য, বাচ্চা, ঔষধ, চিকিৎসা সামগ্রীর যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে কম খরচে পোল্ট্রি উৎপাদন নিশ্চিত করা;

২.২.১.৯ পোল্ট্রি উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা;

২.২.২ পোল্ট্রি রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

২.২.২.১ পোল্ট্রির মানসম্মত ঔষধ ও টিকার উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা;

২.২.২.২ স্থানীয় পর্যায়ে পোল্ট্রির রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ;

২.২.২.৩ পোল্ট্রির ইমার্জিং ও রি-ইমার্জিং রোগসমূহ চিহ্নিতকরণসহ ইপিডেমিওলোজি কার্যক্রম জোরদার করা;

২.২.২.৪ বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা ও টিকা সামগ্রী উৎপাদন, গবেষণা, আমদানি ও রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করা;

২.২.২.৫ পোল্ট্রি স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;

২.২.২.৬ পোল্ট্রি খাদ্যে অধিকতর এন্টিবায়োটিক ব্যবহার বন্ধ এবং নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত এন্টিবায়োটিকের তালিকা প্রকাশ করা;

২.২.৩ উদ্যোক্তা উন্নয়ন

২.২.৩.১ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি খাতের বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি;

২.২.৩.২ কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী, শিক্ষিত যুবক ও নারীদের পোল্ট্রি পালনে উদ্বুদ্ধ করা ও সুযোগ সৃষ্টি করা এবং পোল্ট্রি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা;

২.২.৩.৩ জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করে উপযুক্ত স্থানে পরিবেশ-বান্ধব খামার স্থাপন;

২.২.৩.৪ পোল্ট্রি খামারের জীবনিরাপত্তা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

২.২.৪ গবেষণা ও সম্প্রসারণ

২.২.৪.১ পোল্ট্রি খাতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ;

২.২.৪.২ পোল্ট্রি মাংস ও ডিম প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান;

২.২.৪.৩ পোল্ট্রি উন্নয়নের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি;

২.২.৪.৪ পোল্ট্রি বাই-প্রোডাক্ট ও পোল্ট্রি রিসাইক্লিং শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান;

২.২.৪.৫ অটোমেশন ও IOT ভিত্তিক খামার স্থাপনে উৎসাহ প্রদান;

২.২.৪.৬ নিরাপদ পোল্ট্রি উৎপাদনে এন্টিবায়োটিক এর বিকল্প হিসেবে প্রি-বায়োটিক ও প্রোবায়োটিক ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান;

২.২.৫ বিপণন ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন

২.২.৫.১ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যের মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও স্টোকহোল্ডারদের সমন্বয়ে উদ্যোগ গ্রহণ;

২.২.৫.২ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি;

২.২.৫.৩ সমবায়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

২.২.৫.৪ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ডিম ও মাংসের সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

২.২.৫.৫ স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজিত (Value added) ও স্বাস্থ্যসম্মত পোল্ট্রিজাত পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.২.৫.৬ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদির বহুমূখী বাজার সৃষ্টি এবং রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করা;

২.২.৫.৭ বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ;

২.২.৫.৮ সারা দেশে ডিম ও মাংসের বাজার মূল্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে মনিটরিংপূর্বক সরকারকে সুপারিশ প্রদান;

২.২.৫.৯ পোল্ট্রি খাদ্য ও ডিওসি এর বাজার মূল্য সহনীয় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা;

২.২.৫.১০ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার মূল্য, চাহিদা ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্যের যোগান ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের প্রভাব হ্রাস ও বাজারের অসংগতি দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহন করা;

২.২.৬ মান নিয়ন্ত্রণ

২.২.৬.১ পোল্ট্রির বাচ্চা, খাদ্য, ঔষধ ও টিকার মান নিয়ন্ত্রণ;

২.২.৬.২ প্রাণিস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ;

২.২.৬.৩ মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষে আইন ও বিধি বাস্তবায়ন;

২.২.৭ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

২.২.৭.১ পোল্ট্রি উৎপাদন ও সম্প্রসারণে মাঠ পর্যায়ে জনবল ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন;

২.২.৭.২ পোল্ট্রি উৎপাদন ও সম্প্রসারণে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;

২.২.৮ আমদানি ও রপ্তানি

২.২.৮.১ পোল্ট্রি উৎপাদন উপকরণ: বাচ্চা, খাদ্য, টিকা ও ঔষুধ আমদানিতে সহযোগিতা প্রদান;

২.২.৮.২ প্রাণিপুষ্টি উপকরণ আমদানি ও রপ্তানিতে সহযোগিতা প্রদান;

২.২.৮.৩ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান;

২.৩ **বাস্তবায়ন কৌশল:**

২.৩.১ পোল্ট্রি খাতকে একটি টেকসই ও নিরাপদ বাণিজ্যিক খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ন অনস্বীকার্য। এজন্য জাতীয় পর্যায়ে এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে পোল্ট্রি নীতি ২০২৬ এ বিধৃত নির্দেশনা ও কৌশল যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণের পাশাপাশি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা সময়ে সময়ে তদারকি করা প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, বার্ডফ্লু বা অন্যান্য সংক্রামক রোগের কারণে সৃষ্ট মহামারি কিংবা বিশ্ব বাণিজ্য ও পোল্ট্রি শিল্পখাতে সৃষ্ট যে কোনো নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সময়পোযোগী নীতিগ্রহণ ও নীতি সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়।

২.৩.২ নিরাপদ আমিষের চাহিদাপূরণের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ, খামারিদের ন্যায্য মূল্য ও ভোক্তাদের জন্য সহনীয় দাম নির্ধারণ, উৎপাদন খরচ কমানো, বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনাসহ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম করার জন্য ইস্যু ভিত্তিক গবেষণা বা পর্যালোচনা করে সরকারের নিকট সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পোল্ট্রি নীতিমালা ২০২৬ এর সুফল অনেকাংশেই এই কর্মপরিকল্পনার আশু বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল।

২.৩.৩ "জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৬" বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য নিম্নরূপে গঠিত "পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি" বছরে এক বা একাধিক সভা করিতে পারিবে:

১.	মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য

৬.	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১২.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৩.	মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	সদস্য
১৪.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	সদস্য
১৫.	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
১৬.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১৭.	যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্ম-পরিধি:

(ক) দেশের পোল্ট্রিখাতের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা।

(খ) নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্য উৎপাদন, বিপণন, বাজারজাতকরণ, মাননিয়ন্ত্রণ, সম্প্রসারণ ও গবেষণা বিষয়াদি পর্যালোচনা ও সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(গ) পোল্ট্রি বাচ্চা (DOC), ডিম (SPF), খাদ্য আমদানি এবং পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্য রপ্তানি সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও সুপারিশ।

(ঘ) রোগ প্রতিরোধ, প্রতিকার, চিকিৎসা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিরাজমান/উদ্ভুত সমস্যা পর্যালোচনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এবং

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২.৩.৪ জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির নির্দেশনা এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নরূপ পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত "কারিগরি কমিটি" নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বা প্রয়োজনে ততোধিকবার সভা করিতে পারিবে:

১.	অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
৩.	যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য

৫.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	কৃষি মন্ত্রণালয় এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	শিল্প মন্ত্রণালয় এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	খাদ্য মন্ত্রণালয় এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১০.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১২.	পরিচালক, প্রশাসন/সম্প্রসারণ/উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
১৩.	বাংলাদশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১৪.	সভাপতি, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্টিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (বিপিআইএ)।	সদস্য
১৫.	সভাপতি, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল (বিপিআইসিসি)।	সদস্য
১৬.	সভাপতি, ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ফিআব)	সদস্য
১৭.	সভাপতি, ব্রিডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (বিএবি)।	সদস্য
১৮.	সভাপতি, ওয়ার্ল্ডস পোল্ট্রি সায়েন্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়াপসা-বিবি)।	সদস্য
১৯.	উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২ শাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্ম-পরিধি:

(ক) জাতীয় পোল্ট্রি নীতিমালা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত মনিটরিং করা।

(খ) নীতিমালার কোনো ধারা সময়ের প্রেক্ষাপটে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তা সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া।

(গ) খামারের আকার (ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ) অনুযায়ী নিবন্ধনের জন্য কারিগরি মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

(ঘ) খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে বায়োসিকিউরিটি বা জৈব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নকশা ও গাইডলাইন প্রদান করা।

(ঙ) বাজারজাতকৃত পোল্ট্রি ফিডের গুণগত মান পরীক্ষার পদ্ধতি নির্ধারণ।

(চ) ফিডে নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিক বা ক্ষতিকারক উপাদানের ব্যবহার রোধে নিয়মিত ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ফিড মিলগুলোর জন্য কারিগরি মানদণ্ড ঠিক করা।

(ছ) বার্ড ফ্লু বা রানিক্ষেতের মতো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচি (Vaccination Schedule) এবং নজরদারি প্রোটোকল তৈরি করা।

(জ) অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) রোধে খামারিদের সচেতন করা এবং ওষুধের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

(ঝ) উন্নত জাতের মুরগি আমদানির ক্ষেত্রে কারিগরি উপযোগিতা যাচাই।

(ঞ) হ্যাচারিগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে একদিনের বাচ্চা (DOC) উৎপাদন হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করার নিয়মাবলি তৈরি।

(ট) পোল্ট্রি লিটার বা বর্জ্য পরিবেশসম্মত উপায়ে অপসারণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের (যেমন- বায়োগ্যাস বা জৈব সার উৎপাদন) জন্য পরামর্শ দেওয়া এবং এ সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন করা।

(ঠ) পোল্ট্রি পণ্য (মাংস ও ডিম) রপ্তানির জন্য আন্তর্জাতিক মান (যেমন- HACCP, ISO) অর্জনে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান।

(ড) ড্রেসিং প্ল্যান্ট এবং কোল্ড চেইন ব্যবস্থাপনার জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ।

(ঢ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২.৩.৫ 'পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, রেসিডিউ কন্ট্রোল এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিস্ট্যান্স সংক্রান্ত মনিটরিং কমিটি' **নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে**—

১.	অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	পরিচালক, সম্প্রসারণ/উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
৪.	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব)	সদস্য
৫.	রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	সদস্য
৬.	উপপরিচালক (প্রাণিস্বাস্থ্য), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর ০১ (এক) জন জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১০.	জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	বাংলাদেশ বিজ্ঞাপন ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১২.	বাংলাদশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১৩.	উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২ শাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্ম-পরিধি:

(ক) পোল্ট্রি ফিড বা খাদ্যে টক্সিন, ভারী ধাতু বা ক্ষতিকারক উপাদানের উপস্থিতি নিয়মিত পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

(খ) হ্যাচারী, খামার এবং প্রসেসিং প্লানের বায়োসিকিউরিটি এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা।

(গ) বাজারে বিক্রয়যোগ্য ডিম ও মাংসের গ্রেডিং এবং Standard নির্ধারণ ও তদারকি করা।

(ঘ) বাজার ও খামার থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে ক্যামিকেল রেসিডিউ পরীক্ষা করা এবং রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান তৈরী করা।

(ঙ) প্রত্যাহারকাল (withdrawal period) মেনে চলার জন্য খামারীদের বাধ্য করা।

(চ) রেজিষ্ট্রেশনবিহীন বা উচ্চমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

(ছ) নিবন্ধিত ভেটেরিনারিয়ান ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের উপর কঠোর নজরদারি করা।

(জ) খামারীদের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিষ্ট্যান্স এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(ঝ) পোল্ট্রিখাতের রোগবালাই ও ঔষধের কার্যকারিতা নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য-ভান্ডার তৈরী করা।

(ঞ) ফিডমিল ও ভেটেরিনারি ঔষধের দোকানের লাইসেন্স এবং Store কন্ডিশন নিয়মিত মনিটরিং করা।

(ট) মাসিক-নিয়মিত সভার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও এ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা।

(ঠ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২.৩.৬ 'পোল্ট্রি বাচ্চা, ডিম ও পোল্ট্রি খাদ্য আমদানি সংক্রান্ত মনিটরিং কমিটি' নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হইবে—

১.	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সভাপতি
২.	পরিচালক (উৎপাদন/প্রশাসন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
৩.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য

৭.	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	সভাপতি, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্টিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (বিপিআইএ)	সদস্য
৯.	সভাপতি, ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ফিআব)	সদস্য
১০.	সভাপতি, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল (বিপিআইসিসি)	সদস্য
১১.	উপপরিচালক (খামার), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্ম-পরিধি:

(ক) দেশের অভ্যন্তরে একদিনের বাচ্চা (DOC), ডিম এবং পোল্ট্রি ফিডের উপাদানের (যেমন: ভুট্টা, সয়াবিন মিল) বার্ষিক ও মাসিক চাহিদা নিরূপণ এবং এ সংক্রান্ত ডেটাবেইজ প্রণয়ন করা।

(খ) দেশীয় উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা এবং কোনো বিশেষ সময়ে (যেমন: রোগবালাই বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে) সম্ভাব্য ঘাটতি আগেভাগেই চিহ্নিত করা।

(গ) দেশীয় খামারিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে কেবল ঘাটতি মেটানোর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য আমদানির সুপারিশ করা।

(ঘ) স্বচ্ছতার ভিত্তিতে দক্ষ ও বৈধ আমদানিকারকদের আমদানির অনুমতি প্রদানের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা।

(ঙ) আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমদানি করা বাচ্চা, ডিম ও খাদ্যের পাইকারি ও খুচরা মূল্য নির্ধারণ বা পর্যবেক্ষণ করা।

(চ) আমদানিকৃত পণ্য গুদামজাত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা।

(ছ) আমদানিকৃত ডিম বা বাচ্চার মাধ্যমে দেশে বার্ড ফ্লু বা অন্য কোনো বিদেশি রোগ যাতে প্রবেশ না করে, সেজন্য কঠোর কোয়ারেন্টাইন নিয়ম পালন নিশ্চিত করা।

(জ) আমদানিকৃত পোল্ট্রি ফিড বা ফিড উপকরণের পুষ্টিমান এবং ক্ষতিকারক উপাদানের (যেমন: ভারী ধাতু বা আফলাটক্সিন) উপস্থিতি ল্যাবে পরীক্ষা করা।

(ঝ) আমদানির ফলে যাতে দেশীয় প্রান্তিক খামারিরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং স্থানীয় ব্রিডার্স ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে না যায়, সেদিকে নজর রাখা।

(ঞ) প্রয়োজনে আমদানির ওপর শুল্ক বাড়ানো বা কমানোর বিষয়ে সরকারকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা।

(ট) আমদানির পরিমাণ, আমদানিকারকের তথ্য এবং বিতরণের তথ্যের একটি ডিজিটাল ডেটাবেস মেইনটেইন করা।

(ঠ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২.৩.৭ 'বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠা ও নবায়ন সংক্রান্ত জেলা কমিটি' নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হইবে—

১.	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সভাপতি
২.	জেলা প্রশাসকের মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	পরিচালক/উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরের মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	জেলা সিভিল সার্জনের মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	উপপরিচালক, কৃষি এর মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল (বিপিআইসিসি) এর জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্ম-পরিধি:

(ক) নতুন খামার স্থাপন বা বিদ্যমান খামারের লাইসেন্স নবায়নের জন্য প্রাপ্ত আবেদনগুলো যথাযথ কি না তা যাচাই করা।

(খ) খামারের জমির মালিকানা দলিল, নকশা, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি পরীক্ষা করা।

(গ) প্রস্তাবিত খামারের স্থানটি বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য জনবসতি থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে কি না তা যাচাই করা।

(ঘ) খামারের জৈব-নিরাপত্তা (Bio-security) ব্যবস্থা যেমন—বেড়া দেওয়া, প্রবেশপথে জীবাণুনাশক ব্যবহারের ব্যবস্থা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সঠিক আছে কি না তা সরেজমিনে দেখা।

(ঙ) খামারের বিষ্ঠা ও বর্জ্য অপসারণের জন্য আধুনিক পদ্ধতি বা বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা।

(চ) খামারটি দ্বারা পার্শ্ববর্তী পরিবেশ বা জনস্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না তা মূল্যায়ন করা।

(ছ) সকল শর্ত পূরণ হলে খামারটিকে নিবন্ধন প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সুপারিশ করা।

(জ) নিয়মিত বিরতিতে খামারের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে লাইসেন্স নবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া।

(ঝ) কোনো খামার নিয়মের বাইরে পরিচালিত হলে বা অবৈধভাবে গড়ে উঠলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঞ) খামার নিয়ে স্থানীয় জনগণের কোনো অভিযোগ থাকলে তা শুনানি ও সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া।

(ট) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতির প্রয়োগ ও পরিধি

৩.০ প্রয়োগ ও পরিধি

৩.১ ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হলে পোল্ট্রি সম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদন ও সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, রিসাইক্লিং, আমদানি-রপ্তানি, স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা পোল্ট্রি সম্পর্কীয় ব্যবসার সাথে জড়িত সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই নীতির আওতাভুক্ত হবে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে অবস্থানকারী পোল্ট্রি খামার, প্রান্তিক খামারি, বাণিজ্যিক খামার ও খামারি, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও উদ্যোক্তা/ব্যক্তি জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতির আওতাভুক্ত হবে;

৩.২ পোল্ট্রি উৎপাদনে সর্বক্ষেত্রে দেশীয় খামারি ও উদ্যোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে। যে সকল ক্ষেত্রে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি পুঁজি/জ্ঞানের অভাবে বিনিয়োগ করতে পারছে না, সে সব ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে;

৩.৩ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সংস্থা পোল্ট্রি খাতের উন্নয়নে কাজ করবে;

৩.৪ জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৬ প্রকাশের দিন হতে কার্যকর হবে;

৩.৫ শুল্ক ও কর সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে জাতীয় বাজেট ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঘোষিত বিধিবিধান/ প্রজ্ঞাপন/এসআরও প্রাধান্য পাবে;

৩.৬ নীতিমালা সংশোধন/পরিববর্তন/সংযোজন করার ক্ষমতা: সরকার বিশেষ প্রয়োজনে ও পরিস্থিতি বিবেচনার প্রেক্ষিতে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট খাতের অংশীজনদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নীতির যে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবে।

৩.৭ রহিতকরণ ও হেফাজত: (১) জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা-২০০৮ এতদ্দ্বারা রহিত করা হলো।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, এই নীতিমালা কার্যকর হওয়ার অব্যবহিতপূর্বে রহিতকৃত নীতিমালা এর অধীন কোনো কার্য বা কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকলে, উক্ত কার্য বা কার্যধারা উক্ত নীতিমালা এর বিধান অনুসারে এরূপে নিষ্পত্তি করতে হবে, যেন এ নীতিমালা কার্যকর হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়
সংজ্ঞাসমূহ

৪.০ **সংজ্ঞাসমূহ**

৪.১	পোল্ট্রি অর্থ যে কোনো প্রজাতির পাখি: গৃহপালিত পাখি (মুরগি), হাঁস, গিজ, টার্কি, কোয়েল, কবুতর ও ফিজ্যান্ট এবং সরকার কর্তৃক প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোনো পাখি।
৪.২	পারিবারিক খামার (Family Farm): পারিবারিক খামার বলতে উন্মুক্ত (Scavanging) বা অর্ধ-উন্মুক্ত/আংশিক উন্মুক্ত (Semi-Scavanging) অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের শ্রমের মাধ্যমে পালিত পোল্ট্রিকে বুঝায়, যা পরিবারের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা এবং আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে;
৪.৩	বাণিজ্যিক খামার (Commercial Farm): বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার বলতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় মেঝেতে (Floor) অথবা খাঁচায় (Cage) অথবা উন্মুক্ত বা আংশিক উন্মুক্ত (Scavenging, Free Range) অবস্থায় প্রতিপালিত অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদনশীল পোল্ট্রি খামারকে বুঝায়। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ১০০ বা তদুর্ধ্ব সংখ্যক পোল্ট্রি পালন বাণিজ্যিক পোল্ট্রি পালন হিসেবে গণ্য হবে। সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পোল্ট্রির শ্রেণিবিভাগ নির্ধারিত হবে **(তফসিল-১ অনুযায়ী);**
৪.৪	অর্গানিক পোল্ট্রি (Organic Poultry): খামারে কীটনাশক, এন্টিবায়োটিক, হরমোন, Growth Promoter/Feed Additives বা অন্য কোনো ঔষধ ব্যবহার ব্যতিরেকে ক্লেশ ও পীড়ন মুক্ত পরিবেশে অর্গানিক উৎসের খাদ্য ও খাদ্যোপাদান দ্বারা প্রতিপালিত খামারের নিরাপদ পোল্ট্রিকে অর্গানিক পোল্ট্রি বুঝাবে;
৪.৫	চুক্তিভিত্তিক খামার (Contract Farming): উদ্যোক্তা ও খামারীর মধ্যকার চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত খামার ব্যবস্থা;
৪.৬	ইন্টিগ্রেশন (Integration): ব্যবসায়িক সকল উপাদান, যেমন: খাদ্য, পোল্ট্রির বাচ্চা, খামার ব্যবস্থাপনা, পেল্ট্রি প্রসেসিং প্লান্ট, হ্যাচারী, বাণিজ্যিক খামার ও ফিডমিল ইত্যাদি একীভূত করে ব্যবসা পরিচালনা করা;
৪.৭	উত্তম লালনপালন চর্চা (Good Husbandry Practice (GHP): খামার পরিচালনায় উৎপাদনের সকল পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য, বাচ্চা, ঔষধ, চিকিৎসা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও খামার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
৪.৮	নিরাপদ খাদ্য (Food Safety): উৎপাদন থেকে গ্রহণ পর্যন্ত খাদ্যে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর উপাদান যাতে প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করা;
৪.৯	বিপত্তি (Hazard): জৈবিক, রাসায়নিক ও ভৌত উপাদান খাদ্যে প্রবেশের ফলে ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়া;
৪.১০	ঝুঁকি (Risk):বিপত্তির কারণে প্রাণি দেহে সৃষ্ঠ ক্ষতিকর প্রভাব;

৪.১১	এইচএসিসিপি (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP): নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিরসন প্রক্রিয়া;
৪.১২	এ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স (Anti-Microbial Resistance): ঔষধ বা ড্রাগস এর বিরুদ্ধে কোনো অনুজীবের প্রতিরোধ সক্ষমতা;
৪.১৩	ভ্যালুচেইন (Value Chain): পণ্য উৎপাদনে অথবা সেবা নিশ্চিতকরণের সকল পর্যায়ের কার্যক্রম যেখানে প্রতিটি ধাপে পণ্যের বহুমূখীকরণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন হয়;
৪.১৪	এ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেসিডিউ (Anti-Microbial Residue): রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্য এন্টিমাইক্রোবিয়ালস এজেন্ট দ্বারা চিকিৎসা করা হলে উক্ত ঔষধের যে অবশিষ্টাংশ (রেসিডিউ) প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্যে থেকে যায়;
৪.১৫	জলবায়ু সহনশীল জাত (Climate Resilient Varieties): যে সকল জাতের জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার মত সক্ষমতা রয়েছে;
৪.১৬	ইমার্জিং রোগ (Emerging Disease): নতুনভাবে আবির্ভূত বা অজানা কোনো রোগ যা এক বা একাধিক অঞ্চলের পশুপাখী বা জনগণের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পরলে সেই সকল রোগকে ইমার্জিং রোগ বলা যায়;
৪.১৭	রি-ইমার্জিং রোগ (Re-emerging Disease): পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিল এমন রোগ যদি পুনরায় মহামারি আকারে আবির্ভূত হয়ে প্রাণি/জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হলে এ রোগগুলোকে রি-ইমার্জিং রোগ বলা যায়;
৪.১৮	সার্ভিলেন্স (Surveillance): স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যের পদ্ধতিগত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রচারণা হলো সার্ভিলেন্স;
৪.১৯	মূল্য সংযোজিত পোল্ট্রি পণ্য (Value Added Poultry Product): উৎপাদিত পোল্ট্রিজাত খাদ্যপণ্য যা পুষ্টিকর, স্বাদ ও রুচি সম্পন্ন এবং উপযুক্ত বাজার মূল্য প্রাপ্তি ও অধিক সময় সংরক্ষণে পরিবর্তিত বা উন্নত করা হয়েছে;
৪.২০	প্যারেন্ট স্টক (Parent stock): যে সমস্ত ব্রিডার স্টক থেকে বাণিজ্যিক ব্রয়লার এবং লেয়ার বাচ্চা উৎপাদন করা হয়;
৪.২১	গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক (Grand Parent Stock): যে সমস্ত ব্রিডার স্টক থেকে প্যারেন্ট স্টক বাচ্চা উৎপাদন করা হয়;
৪.২২	এক দিন বয়সী বাচ্চা (Day Old Chicks) : বাচ্চা ফুটার পর ৭২ ঘন্টা বয়স পর্যন্ত পোল্ট্রি বাচ্চাকে এক দিনের বাচ্চা বা ডিওসি বলা হয়;
৪.২৩	খামারি (Farmer): ব্যক্তি বা উদ্যোক্তা পর্যায় মুরগি, কোয়েল, কবুতর, টার্কি, রাজহাঁস ও অন্যান্য পাখি পারিবারিক বা বাণিজ্যিক পর্যায় পালন করে ডিম, মাংস, বাচ্চা ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকা বা ব্যবসা পরিচালনা করেন;
৪.২৪	এসপিএফ ডিম (Specefic Pathogen Free Egg) : রোগমুক্ত মুরগির ডিম যা গবেষণা ভ্যাকসিন উৎপাদন ও ডায়াগনস্টিক কাজে ব্যবহৃত হয়;

৪.২৫	প্রত্যাহারকাল (Withdrawal Period): কোনো প্রাণিকে সর্বশেষ ভেটেরিনারি ঔষধ প্রয়োগ এবং সেই প্রাণি হইতে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের মধ্যবর্তী ন্যূনতম সময়কাল, যাতে খাদ্যপণ্যগুলোর মধ্যে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মাত্রায় ঔষধের অবশিষ্টাংশ যেন বিদ্যমান না থাকে;
৪.২৬	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব (Climate Change Impact): জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশগত চাপের কারণে পোল্ট্রি উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রাণি কল্যাণ ও খাদ্য নিরাপত্তায় যে ব্যাঘাত ঘটে তাই পোল্ট্রিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব;
৪.২৭	ট্রেসেবিলিটি (Traceability): পণ্য বা ডাটার উৎস থেকে শুরু করে সরবরাহ শৃঙ্খলের (Supply chain) প্রতিটি ধাপ সনাক্ত ও অনুসরণ করার ক্ষমতা যা পণ্যের ইতিহাস, অবস্থান বা প্রয়োগ যাচাই করতে সাহায্য করে।
৪.২৮	জীবন্ত পাখির বাজার (Livebird market): বাজারের যে স্থানে জীবন্ত পোল্ট্রি (হাঁস, মুরগী, কবুতর, কোয়েলসহ অন্যান্য) কেনা-বেচা হয়।
৪.২৯	"পোল্ট্রি হ্যাচারি" অর্থ এমন স্থাপনা যেখানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, প্রযুক্তি এবং জায়গা আছে যাহা উর্বর ডিম তৈরীতে সহায়তা করে এবং মুরগি, হাঁস, গিজ, টার্কি, কোয়েল, কবুতর, ইত্যাদির বিভিন্ন প্রজাতির একদিন বয়সী বাচ্চা উৎপাদনে সক্ষম।

পঞ্চম অধ্যায়
পোল্ট্রি নীতি বাস্তবায়ন ক্ষেত্রসমূহ

৫.০ পোল্ট্রি নীতি বাস্তবায়ন ক্ষেত্রসমূহ

৫.১ পোল্ট্রি উৎপাদন

৫.১.১ বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার

৫.১.১.১ বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার স্থাপনের শর্তাবলি

(ক) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/অধিদপ্তর কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নিবন্ধন নিয়ে বাণিজ্যিক খামার স্থাপন করতে হবে;

(খ) ঘনবসতি এলাকা এবং শহরের বাইরে উন্মুক্ত স্থানে (Isolated place) খামার স্থাপন করতে হবে; এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বসতবাড়ী, জনবসতী এলাকার ৩০০ মিটারের মধ্যে বাণিজ্যিক খামার স্থাপন করা যাবে না;

(গ) খামারে জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;

(ঘ) একটি বাণিজ্যিক খামার থেকে আরেকটি খামারের দূরত্ব ন্যূনতম ২০০ মিটার হতে হবে;

(ঙ) খামারের চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর বা বেড়া স্থাপন করতে হবে যাতে মানুষ, পশু-পাখি, জীবজন্তুর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা যায়;

(চ) পোল্ট্রির বাসস্থানের জন্য নিরাপদ খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে;

(ছ) খামার পরিচালনার প্রতিটি ধাপে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রণীত উত্তম পালন চর্চার অনুশীলন নিশ্চিত করতে হবে;

(জ) খামার ও হ্যাচারি স্থাপন পরিকল্পনায় উন্নত জীব নিরাপত্তার (Biosecurity) ব্যবস্থার উল্লেখ থাকতে হবে;

(ঝ) খামার ও হ্যাচারি স্থাপন পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার (Waste Diposal & Management) উল্লেখ থাকতে হবে; এবং খামারের প্রকৃতি ও শ্রেণি অনুযায়ী **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি গাইডলাইন** প্রণয়ন করতে হবে;

(ঞ) বাণিজ্যিক খামারে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনসহ স্লারি (Slurry) ব্যবস্থাপনার আধুনিক প্রযুক্তি থাকতে হবে;

(ট) খামার ও হ্যাচারির জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বর্জ্য ও মৃত পোল্ট্রি অপসারণ ও সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং পানি পরিশোধনের ব্যবস্থা থাকতে হবে;

(ঠ) দেশীয় পোল্ট্রি পালনকে উৎসাহিত করা, ভোক্তার পছন্দ, এনিমেল ওয়েল ফেয়ার এবং অরগানিক পোল্ট্রি প্রোডাক্টের উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার স্বার্থে অর্গানিক পোল্ট্রি পালনকে উৎসাহিত করা হবে;

(ড) খামারিদের পুঁজির সংকট দূর করা, লোকসান ও ঝরে পড়া এবং ডিম ও মুরগির মাংসের ক্রমবর্ধমান চাহিদাপূরণ ইত্যাদি বিবেচনায় চুক্তিভিত্তিক খামারকে উৎসাহিত করা হবে। খামারি ও উদ্যোক্তা উভয়ের স্বার্থ বিবেচনায় চুক্তিভিত্তিক খামার (Conruct Farming) পরিচালনার জন্য **একটি গাইডলাইন প্রণয়ন** করতে হবে;

৫.১.১.২ **ব্রিডিং খামার**

(ক) গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক (Grand Parent Stock) ও প্যারেন্ট স্টক (Parent Stock) খামার /হ্যাচারি স্থাপনের পূর্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;

(খ) গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক (Grand Parent Stock) খামার লোকালয়ের বাইরে স্থাপন করতে হবে এবং পারস্পারিক দূরত্ব ন্যুনতম ৫ কিলোমিটার হতে হবে। উক্ত দূরত্বের মধ্যে কোনো ধরনের প্যারেন্ট স্টক (Parent Stock) খামার কিংবা বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না;

(গ) প্যারেন্ট স্টক (Parent Stock) খামার/ হ্যাচারি লোকালয়ের বাইরে স্থাপন করতে হবে এবং খামারের ২ কিলোমিটারের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো প্যারেন্ট স্টক খামার/হ্যাচারি কিংবা বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না;

৫.১.২ **পারিবারিক পোল্ট্রি খামার**

৫.১.২.১ পারিবারিক খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিদ্যমান সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা;

৫.১.২.২ পোল্ট্রির জীব বৈচিত্র্য রক্ষা, দেশীয় জাতের উন্নয়ন ও বৈরী পরিবেশে পালন উপযোগী জাত সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশী জাতের মুরগির কৌলিক গুণাগুণ (Genetic potentiality) উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা;

৫.১.২.৩ উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে পালন উপযোগী টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রদর্শনী (Demonstration) এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খামার পর্যায়ে হস্তান্তর/ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা;

৫.১.২.৪ সরকারি খামারে উন্নত জাতের পোল্ট্রি উৎপাদনের মাধ্যমে খামারিদের মাঝে বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করাসহ বেসরকারি খাতের এ ধরনের উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করা;

৫.১.২.৫ ইমার্জিং ও রি-ইমার্জিং রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মিশ্র খামার বিশেষ করে মুরগি, হাঁস, টার্কি ও অন্যান্য পশুপাখি এক সাথে পালন নিরুৎসাহিত করা;

৫.১.২.৬ স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব প্রদান করা এবং এ বিষয়ে খামারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৫.১.২.৭ পুষ্টি সরবরাহ ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অপ্রচলিত খাদ্যোপাদান ও হারবাল/ঔষধি খাদ্য উপকরণ উৎপাদন ও ব্যবহারে উৎসাহিত করা;

৫.১.২.৮ পারিবারিক পোল্ট্রি পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় টিকা ও পানি বিশুদ্ধকরণ ঔষধ বিনামূল্যে কিংবা স্বল্পমূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করা;

৫.১.২.৯ পারিবারিক খামারিদের বৃহদাকার খামারের সাথে চুক্তিভিত্তিক সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে পোল্ট্রি উৎপাদনে উৎসাহিত করা;

৫.১.৩ অর্গানিক পোল্ট্রি উৎপাদন

৫.১.৩.১ অর্গানিক পোল্ট্রি উৎপাদনে ফিড, হ্যাচারি বাচ্চা উৎপাদন, বাজার উন্নয়ন ও ভোক্তা সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা;

৫.১.৩.২ অর্গানিক পোল্ট্রি বিষয়ক গবেষণা জোরদার করা;

৫.১.৩.৩ অর্গানিক পোল্ট্রি খামার স্থাপনে খামারিদের উদ্বুদ্ধ করা;

৫.২ পোল্ট্রি রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা

৫.২.১ পোল্ট্রির মানসম্মত ঔষধ ও টিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা। নতুন নতুন রোগজীবাণুর (Emerging diseases) সংক্রমণ ও প্রকোপ থেকে দেশীয় পোল্ট্রি খাতের রক্ষার জন্য দেশীয়ভাবে (সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে) টিকা তৈরির উদ্যোগ নেয়া এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম/সেল এবং একটি ইমারজেন্সি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ফান্ড গঠন করা;

৫.২.২ স্থানীয় পর্যায়ে খামারিদের সহায়তায় রোগ নির্ণয় সুবিধা সম্প্রসারণ করা; পোল্ট্রি রোগ নির্ণয়ের আধুনিক সুবিধাসহ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক রোগ নির্ণয় গবেষণাগার আধুনিকায়ন করা। পর্যায়ক্রমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক রোগ নির্ণয় গবেষণাগার স্থাপন করা;

৫.২.৩ পোল্ট্রি রোগের কারণ, উৎপত্তি, রোগের বিস্তার, বিস্তৃতি, প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম (ইপিডেমিওলজিক্যাল) জোরদার এবং ডিজিজ রিপোর্টিং সিস্টেম আধুনিকীকরণ করা;

৫.২.৪ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পোল্ট্রি রোগের সার্ভিলেন্স জোরদার করা;

৫.২.৫ পোল্ট্রি রোগ দমনে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা জোরদার এবং জীবনিরাপত্তা প্রটোকল খামারিদের অবহিত করা;

৫.২.৬ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য রোগ নিরূপণে গবেষণাগার স্থাপনে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা; এ ধরণের গবেষণাগার স্থাপনে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৫.২.৭ দেশে পোল্ট্রির মানসম্মত ঔষধ ও টিকা উৎপাদন এবং গবেষণায় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;

৫.২.৮ টিকাদানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;

৫.২.৯ ইমার্জিং ও রিইমার্জিংসহ অন্যান্য রোগ নির্ণয় ও গবেষণার জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিশেষায়িত গবেষণাগার স্থাপন করা;

৫.২.১০ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নির্মূলের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

৫.২.১১ পোল্ট্রির Transboundary রোগদমনে আন্ত:দেশীয় ও আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা;

৫.২.১২ ঔষধ ও টিকার মান যাচাইয়ের জন্য মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা এবং ঔষধের উপর নির্ভরতা কমিয়ে মানসম্মত টিকা দেয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া;

৫.৩ **উদ্যোক্তা উন্নয়ন**

৫.৩.১ **কর্মসংস্থান ও নারী ক্ষমতায়ন**

৫.৩.১.১ কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং উপার্জন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নে পোল্ট্রি খাতকে কাজে লাগানো;

৫.৩.১.২ বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে পোল্ট্রি খাতকে অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা;

৫.৩.১.৩ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পোল্ট্রি পালনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কারিগরী সহায়তা ও সেবা প্রদান করা;

৫.৩.১.৪ প্রান্তিক এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জীব নিরাপত্তাসহ পরিবেশ বান্ধব ও লাগসই পোল্ট্রি খামারের মডেল তৈরির জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৫.৩.২.২ পোল্ট্রি খামারীদের নিকট উপকরণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে হ্যাচারী/ব্রিডিং খামার, ফিড মিল, পোল্ট্রি প্রসেসিং বা রিসাইক্লিং শিল্প স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোক্তাকে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা; তাছাড়া পোল্ট্রিজাত দ্রব্য পরিবহণ ও সংরক্ষণ এবং পোল্ট্রি চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ, টীকা ও চিকিৎসা সামগ্রী উৎপাদন এবং পোল্ট্রি খামারে ব্যবহৃত সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন এবং পোল্ট্রি রিসাইক্লিং ও বাইপ্রোডাক্ট প্রস্তুতকারক শিল্প স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোক্তাকে উৎসাহ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;

৫.৩.২.৩ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রযোজ্য শুল্ক কর ও অন্যান্য কর সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত এ সম্পর্কিত আইন, বিধি-বিধান, প্রজ্ঞাপন, অন্যান্য আদেশ ও পরিপত্র ইত্যাদি অনুযায়ী ব্যবস্থিত হবে;

৫.৩.২.৪ পোল্ট্রি খামারীদের সরকারি এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৫.৪ পোল্ট্রি গবেষণা ও সম্প্রসারণ

৫.৪.১ পোল্ট্রি গবেষণা

৫.৪.১.১ পোল্ট্রি গবেষণা উন্নয়নে দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা;

৫.৪.১.২ পারিবারিক ও বাণিজ্যিক পোল্ট্রি পালনের বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণাকে উৎসাহিত করা ;

৫.৪.১.৩ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী, জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নত কৌলিক মানের পোল্ট্রি জাত উন্নয়ন/উদ্ভাবনে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

৫.৪.১.৪ পোল্ট্রি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জনবল ও অন্যান্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা; এবং

৫.৪.১.৫ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট, সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাসমূহের গবেষণা কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করা;

৫.৪.২ পোল্ট্রি সম্প্রসারণ

৫.৪.২.১ পারিবারিক/বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে পোল্ট্রি পালনকে আরো উন্নত ও টেকসই করার লক্ষ্যে বর্তমান সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আরো জোরদার করা । প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জনবলকে পোল্ট্রি বিষয়ে অধিকতর দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের ব্যবস্থা করা।

৫.৪.২.২ পারিবারিক/বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে পোল্ট্রি পালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্যাকেজভিত্তিক কর্মসূচী মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া ;

৫.৪.২.৩ ক) প্রতি বছর দেশব্যাপী জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ, বিশ্ব ডিম দিবসসহ পোল্ট্রি সংশ্লিষ্ট দিবস উদযাপন করা;

খ) নিরাপদ ও টেকসই পোল্ট্রি পালনে উৎসাহিত করা; উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির সুফল দেশীয় খামারি ও উদ্যোক্তাদের নিকট পৌঁছে দিতে পোল্ট্রি মেলা, এক্সপো ইত্যাদির আয়োজন করা;

গ) আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান,তথ্য ও শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে পোল্ট্রি খাদ্য উন্নয়ণে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, আলোচনা সভা আয়োজন করা;

৫.৪.২.৪ দেশব্যাপী খামারি পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রদর্শনী মডেল খামার স্থাপন করা;

৫.৪.২.৫ বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট ও ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে পোল্ট্রি বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানবসম্পদ গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫.৫ বিপণন ও বাজার ব্যবস্থাপনা

৫.৫.১ বিপণনের সুবিধার্থে খামারীদের সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে উৎসাহ ও সহায়তা দেয়া;

৫.৫.২ পোল্ট্রি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা;

৫.৫.৩ পোল্ট্রি উৎপাদনের উপকরণসহ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি প্রোডাক্টের বর্তমান বাজার মূল্য, চাহিদা ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য প্রবাহে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বিপণন শাখা (Poultry Marketing Wing) প্রতিষ্ঠা করা;

৫.৫.৪ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি সংশ্লিষ্ট উপকরণের সঠিক চাহিদা নিরূপণ, বাজার ব্যবস্থার অসংগতিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫.৫.৫ পোল্ট্রি খাতকে প্রতিযোগিতামূলক খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ফিড তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামাল, পুষ্টি উপকরণ, পোল্ট্রি ফিড প্রস্তুত, বাণিজ্যিক ও ব্রিডার খামার স্থাপন, প্রসেসিং এবং ডিম ও মাংস সংরক্ষণে কোল্ড চেইন স্থাপনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও আমদানিতে সহায়তা করা;

৫.৫.৬ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্য জনসাধারণের মাঝে জনপ্রিয় করতে বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা জোরদার করা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবের আয়োজন করা;

৫.৫.৭ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মানসম্মত বাচ্চার বৈশিষ্ট্যসমূহ সাধারণ খামারীদের অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়া;

৫.৫.৮ বিদ্যমান Live bird market (জীবন্ত মুরগির বাজার) এর জীব নিরাপত্তা উন্নয়ন, পোল্ট্রি বিপণন, পোল্ট্রি সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন) এর সহযোগিতায় উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৫.৫.৯ রোগ-জীবাণুর বিস্তার রোধ ও জীব নিরাপত্তার স্বার্থে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এলাকায় জীবিত হাঁস-মুরগির বিক্রয় নিরুৎসাহিত করা, কোল্ড চেইনের মাধ্যমে ড্রেসড/প্রসেসড পোল্ট্রির বিক্রি উৎসাহিত করা এবং ধীরে ধীরে Live Bird Market বন্ধ (Phase Out) করা; এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো;

৫.৬ **পোল্ট্রি বাচ্চা, পোল্ট্রি খাদ্য, পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ**

৫.৬.১ **পোল্ট্রি বাচ্চা**

৫.৬.১.১ খামারিদের নিকট মানসম্মত বাণিজ্যিক একদিন বয়সী মুরগির বাচ্চার সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা;

''এ'' গ্রেডের একদিনের বাচ্চার বৈশিষ্ট্য -

(১) সবল, সকল প্রকার শারীরিক ত্রুটি এবং রোগমুক্ত

(২) চোখ উজ্জল, নাভী শুকনা এবং

(৩) নূন্যতম ওজন : একদিনের সাদা লেয়ার বাচ্চার ক্ষেত্রে হ্যাচারিতে নূন্যতম ওজন হবে ৩৩ গ্রাম, লাল লেয়ার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩৪ গ্রাম, ব্রয়লার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩৬ গ্রাম, কালার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩৩ গ্রাম, সোনালী বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩২ গ্রাম এবং হাঁসের বাচ্চার ক্ষেত্রে ৪০ গ্রাম;

''বি'' গ্রেডের একদিনের বাচ্চার বৈশিষ্ট্য -

(১) সবল, সকল প্রকার শারীরিক ত্রুটি এবং রোগমুক্ত

(২) চোখ উজ্জল, নাভী শুকনা এবং

(৩) নূন্যতম ওজন : একদিনের সাদা লেয়ার বাচ্চার ক্ষেত্রে হ্যাচারিতে নূন্যতম ওজন হবে ৩০ গ্রাম, লাল লেয়ার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩১ গ্রাম , ব্রয়লার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩৩ গ্রাম, কালার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩১ গ্রাম, সোনালী বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩০ গ্রাম এবং হাঁসের বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩৮ গ্রাম গ্রেডিং পদ্ধতি অনুযায়ি কেবলমাত্র ''এ'' ও ''বি'' গ্রেডের বাচ্চা বাজারজাত করা যাবে। স্থানীয় প্রয়োজন ও আমদানিকারকের চাহিদা বিবেচনায় হ্যাচারী কর্তৃপক্ষকে বাচ্চা সরবরাহের সময় প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করতে হবে;

৫.৬.২ **পোল্ট্রি খাদ্য**

৫.৬.২.১ আমদানিকৃত বা উৎপাদিত পোল্ট্রি খাদ্য ও খাদ্য উপাদানের মাননিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫.৬.২.২ পোল্ট্রি খাদ্যে কোন প্রকার এন্টিবায়োটিক, স্টেরয়েড, গ্রোথ হরমোন/ কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না;

৫.৬.২.৩ পোল্ট্রি খাদ্য ও খাদ্য উপাদানসমূহের উৎস সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি (Traceability) অনুসরণ করতে হবে;

৫.৬.২.৪ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারি পর্যায়ে পোল্ট্রি খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপনকে উৎসাহিত করা;

৫.৬.২.৫ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি খাদ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ এবং মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০২০ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হবে;

৫.৬.২.৬ বাণিজ্যিক ফিড প্রস্তুতকারি ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠান (অটোমেটেড, সেমি অটোমেটেড, ক্রাসিং প্লান্ট) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে ক্যাটাগরি-১ (পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩) লাইসেন্স গ্রহণ করবে;

৫.৬.২.৭ বিদ্যমান পশুখাদ্যের চাহিদা (অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও রপ্তানি) অনুযায়ী ফিডমিলগুলো পোল্ট্রি ও প্রাণিখাদ্য উৎপাদন করবে;

৫.৬.২.৮ নিবন্ধিত ফিড মিলের নিজস্ব কারখানা/ ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট না থাকলে লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না;

৫.৬.২.৯ পোল্ট্রি ও প্রাণিখাদ্য প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদন সক্ষমতা, প্রতি মাসে প্রকৃত উৎপাদন, উৎপাদিত সকল ফিনিশড পণ্যের তালিকা, ফিড উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল কাঁচামালের তালিকা, নির্ধারিত অর্থবছরে ব্যবহৃত উপকরণ/ কাঁচামালের আগাম চাহিদাপত্র, ফিড মিলে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির তালিকা ইত্যাদির হালনাগাদ তথ্য নিয়মিতভাবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে জমা প্রদান করবে। চাহিদা বিবেচনায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উপকরণ/ কাঁচামাল আমদানির অনুমতি প্রদান করবে; চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৫.৬.৩ **পোল্ট্রির টিকা ও ঔষধ**

৫.৬.৩.১ আমদানিকৃত বা উৎপাদিত ঔষধ, টিকা, রোগ নিরূপণের কিট, এন্টিজেন বা এন্টিবডির মাননিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫.৬.৩.২ নিরাপদ ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য পোল্ট্রি খামারে ঔষধ, টিকা, এন্টিবায়োটিক, প্রোবায়েটিক ও প্রিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা;

৫.৬.৩.৩ এন্ট্রিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। ঔষধের রেসিডুয়াল প্রভাব ডিম ও মাংসে যাতে না থাকে সেই লক্ষ্যে প্রত্যাহারকাল (Withdrawal Period) নিম্নবর্ণিত তালিকা মোতাবেক মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা;

এন্টিবায়োটিক গ্রুপ	উদাহরণ	মাংসে প্রত্যাহারকাল	ডিমে প্রত্যাহারকাল
টেট্রাসাইক্লিনস	অক্সিটেট্রাসাইক্লিনস, ক্লোরটেট্রাসাইক্লনস	৪ – ৫ দিন	৩ – ১৪ দিন
ম্যাক্রোলাইডস	টাইলোসিন, ইরাইথ্রোমাইসিন, টিলমিকোসিন	২ – ৯ দিন	০ – ১১ দিন
ফ্লোরকুইনোলনস	এনরোফ্লক্সাসিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন	৭ – ৯ দিন	১৫ – ২৮ দিন (Not recommended)
লিনকোসামাইডস	লিনকোমাইসিন	১৩ দিন	৯ দিন
সালফোনামাইডস	সালফাডিমিডিন	১০ – ২৮ দিন	১০ – ৪০ দিন
পেনিসিলিনস	প্রোকেইন পেনিসিলিন, এমোক্সিসিলিন	৭ – ২৮ দিন	৭ দিন
এমাইনোগ্লাইকোসাইডস	জেনটামাইসিন, নিওমাইসিন	১৪ দিন	১৪ দিন
নাইট্রোফিউরানস	ফিউরাজোলিডোন	২৮ দিন	২৮ দিন
এমফেনিকলস	ফ্লোরফেনিকল	৭ – ২৮ দিন	২৮ দিন (Not recommended)

৫.৬.৩.৪ পোল্ট্রিতে পণ্য ভিত্তিক **জাতীয় রিসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান প্রণয়ন** ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৫.৬.৩.৫ মাননিয়ন্ত্রণের স্বার্থে সকল ফিডমিল, পোল্ট্রি ফার্ম, জিপি ও পিএস ফার্ম, ঔষধ উৎপাদন ও বিপণনকারি প্রতিষ্ঠান, মজুদকারি প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনের আওতায় আনা এবং তাদের কার্যক্রম প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা;

৫.৬.৩.৬ ফিড বিক্রয়কারি ডিলারের দোকানে ঔষধ ও টিকা বিক্রয় করা যাবে না। সরকার অনুমোদিত ফার্মেসিতেই কেবল ঔষধ ও টিকা বিক্রয় করা যাবে;

৫.৬.৩.৭ রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ পত্র ছাড়া কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক/ এন্টিমাইক্রোবিয়ালস বিক্রয় বা ব্যবহার করা যাবে না;

৫.৭ **প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন**

৫.৭.১ পোল্ট্রি শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দক্ষ জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

৫.৭.২ সরকারি কর্মকান্ডের মাধ্যমে পোল্ট্রি শিল্পে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে মূখ্য ভুমিকা পালন করা এবং এসকল বিষয়ে কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা:-

(ক) গবেষণা

(খ) স্বাস্থ্য সেবা

(গ) সম্প্রসারণ

(ঘ) প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি

(ঙ) পরামর্শ ও সেবা প্রদান

(চ) তদারকি

(ছ) পরিসংখ্যান ও ডাটাবেজ

৫.৭.৩ পোল্ট্রি সেক্টরের উন্নয়ন, সমন্বয় ও সম্প্রসারণ এবং জাতীয় পোল্ট্রি নীতির সফল বাস্তবায়নসহ এ শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি **''জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন বোর্ড''** গঠন করা;

৫.৭.৪ পোল্ট্রি নীতিমালায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা **(তফসিল-২ অনুযায়ী),** মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ করা;

৫.৭.৫ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্থ Institute of Livestock Science and Technology(ILST) এবং Veterinary Training Institute গুলোতে আধুনিক পোল্ট্রি পালন পদ্ধতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও খামারিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থাসহ আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা; বিভাগীয় কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও খামারিদের মাঝে পোল্ট্রি শিল্পকে অধিকতর লাভজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা;

৫.৮ **আমদানি ও রপ্তানি**

৫.৮.১ **পোল্ট্রির বাচ্চা ও ডিম আমদানি**

৫.৮.১.১ একদিন বয়সী বাচ্চা (DOC), জিপি এবং পিএস, অথবা যে কোন ধরনের জীবন্ত পোল্ট্রির আমদানি বা রপ্তানির জন্য জলবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দর সুনির্দিষ্ট করা এবং পোল্ট্রির সংগনিরোধ (কোয়ারেন্টাইন) নিশ্চিত করা;

৫.৮.১.২ একদিন বয়সী গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক (Grand Parent Stock) এবং দেশে একদিন বয়সী বাচ্চার সংকট দেখা দিলে ক্ষেত্র বিশেষে প্যারেন্ট স্টক (Parent Stock) আমদানি করা যাবে;

৫.৮.১.৩ আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২৪, পশুরোগ আইন-২০০৫, পশুরোগ বিধিমালা-২০০৮ এবং বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন-২০০৫ এর সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি অনুসরণ করতে হবে;

৫.৮.১.৪ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নলিখিত শর্ত সম্বলিত অঙ্গীকার নামা দাখিল করতে হবে—

ক) কেবলমাত্র আকাশপথে বাচ্চা আমদানি করা এবং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্ত দেশে ট্রানজিট গ্রহণ না করা;

খ) আমদানিকারক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অধিদপ্তর কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ২১ (একুশ) দিন কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রম সম্পাদন করবেন;

গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কোয়ারেন্টাইন কর্মকর্তা বর্ণিত সময়ে সার্বিক মনিটরিং করবেন এবং কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রম সমাপনান্তে কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারসহ অন্যান্য ল্যাবরেটরীর সহযোগিতায় এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নোটিফাইয়েবল রোগ মুক্ত মর্মে সনদপত্র প্রদান করবেন;

৫.৮.১.৫ আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র/প্রোফর্মা ইনভয়েজ থাকতে হবে এবং আবেদনের সাথে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের Pre-health Certificate জমা দিতে হবে;

৫.৮.১.৬ রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ/সরকারি ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক রোগমুক্ত মর্মে স্বাক্ষরিত Health Certificate (স্বাস্থ্য সনদ) দাখিল করতে হবে;

৫.৮.১.৭ আমদানিতব্য বাচ্চার গ্র্যান্ড প্যারেন্ট/প্যারেন্ট ফ্লকে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়নি মর্মে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে যা রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে;

৫.৮.১.৮ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্ত দেশ হতে বাচ্চা আমদানি করা যাবে না। তবে যদি কোন দেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব থাকে সেক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের আলোকে World Organization for Animal Health (WOAH) এর Guideline অনুযায়ী বাস্তবায়িত জোনিং/কম্পার্টমেন্টালাইজেশনের স্বপক্ষে রপ্তানিকারক দেশের Competent Authority/সরকারি ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক জোনিং/ কম্পার্টমেন্টালাইজেশনের সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে আমদানি করা যাবে;

৫.৮.১.৯ World Organization for Animal Health (WOAH) এর WAHIS (World Animal Health Information System) Interface ওয়েব সাইট হতে Avian Influenza (AI) Outbreak বিষয়ক হালনাগাদ HPAI (High Pathogenic Avian Influenza) & LPAI (Low Pathogenic Avian Influenza) রিপোর্ট দাখিল করতে হবে;

৫.৮.১.১০ রপ্তানিকারক দেশ ০১ (এক) দিন বয়সের জিপি এবং পি এস মুরগি/হাঁসের বাচ্চা এবং হ্যাচিং ডিম এর Health Certificate (স্বাস্থ্য সনদ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিকট বাচ্চা সরবরাহের সময় প্রেরণ করতে হবে। আমদানিকারক বাচ্চার Health Certificate (স্বাস্থ্য সনদ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে প্রদান করতে হবে;

৫.৮.১.১১ ০১ (এক) দিন বয়সের মুরগি/হাঁসের বাচ্চা, হ্যাচিং ডিম আমদানির ক্ষেত্রে বার্ড ফ্লু এবংইমার্জিং রোগ মুক্ত দেশ হতে আমদানি করা যাবে;

৫.৮.১.১২ রপ্তানিকারক দেশ থেকে প্যারেন্ট ষ্টক/গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ষ্টক এর ১ (এক) দিন বয়সের বাচ্চা অথবা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট এর হ্যাচিং ডিম আমদানির সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করে আমদানিকারক কর্তৃক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনাপত্তি সনদ (NOC) সংগ্রহ করতে হবে;

৫.৮.১.১৩ কোয়ারেন্টাইন কর্মকর্তা আমদানিকৃত বাচ্চার নমুনা সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান ল্যাবরেটরি (সিডিআইএল) কর্তৃক পরীক্ষাপূর্বক রোগ অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দাখিল করবে;

৫.৮.২ **পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদন ও আমদানি**

৫.৮.২.১ দেশে পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্বয়ংসম্পূর্ন হওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে;

৫.৮.২.২ খামারিদের পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করা। এক্ষেত্রে প্রান্তিক খামারিদের আর্থিক প্রণোদনা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৫.৮.২.৩ ভূট্টা, সয়াবিন ও অন্যান্য দানা শস্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা; এ ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া;

৫.৮.২.৪ পোল্ট্রি ফিডের অন্যতম উপাদান ভূট্টা ও সয়াবিন মিল এর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে দেশে উৎপাদন, আমদানি ও সয়াবিন মিল/সয়াকেক উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপনের উদ্যোগকে সহায়তা করা; এছাড়াও কোকোনাট মিল, র‍্যাপসীড মিল, পাম অয়েল মিল, কটন সিড মিল, সান ফ্লাওয়ার মিল, স্কুইড মিল, ইনসেক্ট প্রোটিন, ক্রীল মিল (Krill Meal), পোল্ট্রি মিল এবং অন্যান্য প্রোটিন মিলের উৎপাদন ও শিল্প স্থাপনের উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করা ;

৫.৮.২.৫ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত খাদ্য উপাদান থেকে সুলভ মূল্যে পুষ্টিকর, সহজলভ্য ও সুষম পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা ;

৫.৮.২.৬ পোল্ট্রি খাদ্যের উৎপাদন, চাহিদা ও অন্যান্য তথ্য সমৃদ্ধ একটি ডাটাবেজ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠা করা এবং উক্ত তথ্য নিয়মিত মাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ প্রকাশ করা এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইডে নিয়মিত আপলোড করা;

৫.৮.২.৭ স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য বিশ্লেষণ (Feed Analysis) সুবিধা সম্প্রসারণ করা। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর অধীন মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবেরেটরি ও প্রাণিপুষ্টি ও পশুখাদ্য ল্যাবরেটরি পোল্ট্রি খাদ্য ও খাদ্য উপাদানের পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণে Reference Laboratory হিসাবে ব্যবহার করা;

৫.৮.২.৮ খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পোল্ট্রি খাদ্য বাজারজাতকরণের পূর্বে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ ও ল্যাবরেটরিতে প্রেরণপূর্বক মান সনদ নিশ্চিত করা; এক্ষেত্রে পোল্ট্রি খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণে খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে প্রাণিপুষ্টি বিষয়ক কারিগরি জনবল (Animal Nutritionist) থাকতে হবে;

৫.৮.২.৯ খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত খাদ্যের পরিমাণ ও উৎপাদন খরচের হ্রাস বৃদ্ধি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অবহিত করা;

৫.৮.২.১০ অপ্রচলিত খাদ্য উপাদানকে পোল্ট্রি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার গবেষণাকে উৎসাহিত করা এবং এ ধরনের খাদ্যকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে পোল্ট্রি খাদ্যে ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করা;

৫.৮.২.১১ শূকরের Bone Meal এবং Meat Meal আমদানি নিষিদ্ধ থাকবে;

৫.৮.২.১২ জনস্বাস্থ্য ও প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপদ মানসম্মত মাংস ও ডিম উৎপাদন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোন বিবেচনায় এবং ভবিষ্যতে বিশ্ব বাজারে রপ্তানির দ্বার উন্মোচিত রাখতে ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য উপকরণ Meat and Bone Meal (MBM) পশুখাদ্য, সার, জ্বালানি কিংবা অন্যান্য যে কোন ফরমেটেই আমদানি নিষিদ্ধ থাকবে।

৫.৮.২.১৩ ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য দিয়ে উৎপাদিত মিট এন্ড বোন মিল/প্রোটিন মিল পোল্ট্রি খাদ্যের উপযোগী নয় বিধায় তা উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাত করা যাবে না;

৫.৮.৩ **পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্য রপ্তানি**

৫.৮.৩.১ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিকে উৎসাহিত করা, প্রয়োজনীয়সুযোগ সুবিধা প্রদান করা এবং মানসম্পন্ন পোল্ট্রিজাত সামগ্রী রপ্তানির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৫.৮.৩.২ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্য রপ্তানিতে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশনসহ অন্যান্য ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করা এবং বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত পোল্ট্রি শো/এক্সপো/মেলায় অংশগ্রহণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়কে উৎসাহিত করা;

৫.৮.৩.৩ পোল্ট্রি বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস, জৈব সার, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য বাইপ্রোডাক্ট উৎপাদনকে উৎসাহিত করা, উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয সহযোগিতা প্রদান করা এবং এসকল পণ্যের পরিবেশবান্ধব ব্যবহারকে উৎসাহিত করা;

৫.৮.৩.৪ রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উৎপাদনকারীগণ যাতে HACCP (Hazard Analysis on Critical Control Point) এবং SPS (Sanitary and Phytosanitary) সহ অন্যান্য কমপ্লায়েন্স পূরণ করতে পারে সে জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;

৫.৮.৩.৫ রপ্তানির উদ্দেশ্যে পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকরণের জন্য সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা করা । এ ব্যাপারে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মূখ্য ভূমিকা পালন করবে;

৫.৮.৩.৬ পোল্ট্রিজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে সংগনিরোধ (Quarantine) সুবিধা নিশ্চিত করা;

৫.৮.৩.৭ হালাল পোল্ট্রিজাত পণ্য রপ্তানিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে 'হালাল সার্টিফিকেট' গ্রহণ করতে হবে;

৫.৮.৩.৮ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্য রপ্তানির জন্য পোল্ট্রির ডিম ও মাংস প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য এবং ভ্যালু এডেড পোল্ট্রিজাত পণ্য (Processed & Value added Poultry Products) রপ্তানির স্বার্থে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত/গ্রহণযোগ্য উপায়ে রপ্তানিমূখী পোল্ট্রির শিল্প স্থাপন করা;

৫.৮.৩.৯ আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী পোল্ট্রি অঞ্চল (Poultry Zone)/ কম্পার্টমেন্টালাইজেশন (Compertmentalization) এবং পোল্ট্রি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (Poultry Proccesing Zone) তৈরি উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৫.৮.৩.১০ পোল্ট্রি খাতের বাই-প্রোডাক্ট দ্বারা স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়ায় পোল্ট্রি বাই-প্রোডাক্ট মিল তৈরি এবং এ জাতীয় শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা;

৫.৮.৩.১১ রপ্তানিমূখী পোল্ট্রি বাই-প্রোডাক্ট শিল্প স্থাপনে দেশীয় উদ্যোক্তাদের কারিগরি সহায়তা এবং প্রয়োজনের নিরিখে বিশেষ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৫.৮.৩.১২ মান নিয়ন্ত্রণ ও মান সনদ প্রদান: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে মানসম্মত ডিম, মাংস, প্রক্রিয়াজাতকৃত দ্রব্যাদি, খাদ্য, রিসাইকেল করা পণ্য/দ্রব্যাদি, ইত্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয়ের সুবিধার্থে এ সকল দ্রব্য/পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে অধিদপ্তরাধীন স্থাপিত কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিসহ অন্যান্য ল্যাবরেটরিকে আধুনিক ও যুগপোযোগী রেখে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ মান সনদ প্রদান করা;

৬.০ **আইন প্রতিপালন**

৬.১ খামার স্থাপন, ফিড মিল স্থাপন, ফিড বিক্রেতা, ফিড ও ফিড তৈরির কাঁচামাল আমদানিকারক, পোল্ট্রি প্রক্রিয়াজাতকারকদের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান, খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিষয়াদি, পশুরোগ আইন-২০০৫, পশুরোগ বিধিমালা-২০০৮, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এবং পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩, পশু ও পশুজাত পণ্য সংগনিরোধ আইন ২০০৫, সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে বিধৃত আমদানি ও রপ্তানি নীতি, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ এবং আয়কর বিধিমালা ২০২৩ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

তফসিল-১

খামারের বিবরণ	হাঁস-মুরগির সংখ্যা অনুসারে খামারের শ্রেণি
মুরগি জি.পি. খামার	শ্রেণি নির্বিশেষে
হ্যাচারি (ব্রিডার ফার্মের বাহিরে) অবস্থিত)	শ্রেণি নির্বিশেষে
মুরগির খামার (দেশী মুরগি)	শ্রেণী নির্বিশেষে
মুরগির প্যারেন্টস্টক খামার (ব্রিডার ফার্মের মধ্যে স্থাপিত হ্যাচারিসহ)	এ- শ্রেণি (২০,০০১ তদূর্ধ্ব)
	বি- শ্রেণি (১০,০০১ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত)
	সি- শ্রেণি (১০০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত)
	ডি- শ্রেণি (১০১ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত)
মুরগির খামার (লেয়ার)	এ- শ্রেণি (২০,০০১ তদূর্ধ্ব)
	বি- শ্রেণি (১০,০০১ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত)
	সি- শ্রেণি (১০০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত)
	ডি- শ্রেণি (১০১ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত)
মুরগির খামার (ব্রয়লার)	এ- শ্রেণি (২০,০০১ তদূর্ধ্ব)
	বি- শ্রেণি (১০,০০১ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত)
	সি- শ্রেণি (১০০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত)
	ডি- শ্রেণি (১০১ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত)
মুরগির খামার (কালার)	এ- শ্রেণি (২০,০০১ তদূর্ধ্ব)
	বি- শ্রেণি (১০,০০১ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত)
	সি- শ্রেণি (১০০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত)
	ডি- শ্রেণি (১০১ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত)
মুরগি খামার (সোনালী)	এ- শ্রেণি (২০,০০১ তদূর্ধ্ব)
	বি- শ্রেণি (১০,০০১ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত)
	সি- শ্রেণি (১০০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত)
	ডি- শ্রেণি (১০১ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত)
কোয়েল খামার	এ- শ্রেণি (২০,০০১ তদূর্ধ্ব)
	বি- শ্রেণি (১০,০০১ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত)
	সি- শ্রেণি (১০০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত)
	ডি- শ্রেণি (১০১ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত)

হাঁসের (Duck) খামার	এ- শ্রেণি (২০,০০১ তদূর্ধ্ব)
	বি- শ্রেণি (১০,০০১ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত)
	সি- শ্রেণি (১,০০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত)
	ডি- শ্রেণি (১০১ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত)
রাজহাঁস খামার	এ- শ্রেণি (২০,০০১ তদূর্ধ্ব)
	বি- শ্রেণি (১০,০০১ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত)
	সি- শ্রেণি (১,০০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত)
	ডি- শ্রেণি (১০১ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত)
তিতির খামার	এ- শ্রেণি (২০,০০১ তদূর্ধ্ব)
	বি- শ্রেণি (১০,০০১ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত)
	সি- শ্রেণি (১,০০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত)
	ডি- শ্রেণি (১০১ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত)
টার্কি খামার	এ- শ্রেণি (২০,০০১ তদূর্ধ্ব)
	বি- শ্রেণি (১০,০০১ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত)
	সি- শ্রেণি (১,০০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত)
	ডি- শ্রেণি (১০১ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত)
কবুতর খামার	এ- শ্রেণি (২০,০০১ তদূর্ধ্ব)
	বি- শ্রেণি (১০,০০১ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত)
	সি- শ্রেণি (১,০০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত)
	ডি- শ্রেণি (১০১ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত)

তফসিল-২

পোল্ট্রি নীতিমালা বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা

ক্রমিক	বাস্তবায়ন ক্রম	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
০১.	৫.১.১.১	বাণিজ্যিক খামার স্থাপন ও নিবন্ধন	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
০২.	৫.১.১.১	উত্তম পালন চর্চার অনুশীলন ও সনদ প্রদান	
০৩.	২.২.৩.৪	খামারে উন্নত জীব নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন**	খামার স্বত্বাধিকারী এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
০৪.	৫.১.১.১	অর্গানিক পোল্ট্রি পালনকে উৎসাহিত করণ	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
০৫.	৫.১.১.১	চুক্তিভিত্তিক খামারকে উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে **একটি গাইড লাইন প্রণয়ন**	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
০৬.	৫.১.২.১	পারিবারিক পোল্ট্রি খামারের সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম জোরদার করণ	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
০৭.	৫.৩.১.৩	গ্রামীণ পর্যায়ে পালন উপযোগী টেকসই প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপন ও প্রশিক্ষণের আয়োজন	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
০৮.	৫.১.২.৪	উন্নত জাতের পোল্ট্রি উৎপাদন ও বিতরণ	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
০৯.	৫.১.২.৮	পোল্ট্রি পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় টিকা ও পানি বিশুদ্ধ করণের ঔষধ সরবরাহ করা	
১০.	৫.৮.১.১	জীবন্ত পোল্ট্রি আমদানি রপ্তানির জন্য জলবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমান বন্দর সুনির্দিষ্ট করা এবং কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা	
১১.	৫.৮.১.১২	প্যারেন্টস্টক/গ্রান্ড প্যারেন্টস্টক এর ১ দিন বয়সের বাচ্চা অথবা হ্যাচিং ডিম আমদানির ক্ষেত্রে যথাযথ শর্তাবলি প্রতিপালন নিশ্চিতকরে অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান	

ক্রমিক	বাস্তবায়ন ক্রম	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১২.	৫.৮.২.২	পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ও খামারিদের প্রয়োজনীয় কারিগরি, আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১৩.	৫.৩.২.২	স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত খাদ্য উপাদান থেকে সুলভ মূল্যে পুষ্টিকর সহজলভ্য ও সুষম পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে কারিগরি সহায়তা প্রদান	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৪.	৫.৮.২.৭	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তারধীন মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি ও প্রাণিপুষ্টি ও পশুখাদ্য ল্যাবরেটরিকে পোল্ট্রি খাদ্য ও খাদ্য উপাদানের পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণে Reference Laboratory হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা	মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, খামার শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৫.	৫.৮.২.১২	জনস্বাস্থ্য ও প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপদ মানসম্মত মাংস ও ডিম উৎপাদন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় এবং ভবিষ্যতে বিশ্ব বাজারে রপ্তানির দ্বার উন্মোচিত রাখতে ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য উপকরণ Meat and Bone Meal (MBM) পশুখাদ্য, সার, জ্বালানি কিংবা অন্যান্য যে কোন ফরমেটেই আমদানি নিষিদ্ধ থাকবে।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৬.	৫.৮.২.১১	শুকরের Bone Meal & Meat Meal, আমদানি, ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য দিয়ে উৎপাদিত মিট ও বোন মিল/প্রোটিন মিল উৎপাদন আমদানি ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা	
১৭.	৫.৩.১.৪	প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জীব নিরাপত্তাসহ পরিবেশ বান্ধব ও লাগসই পোল্ট্রি খামারের মডেল তৈরি	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ক্রমিক	বাস্তবায়ন ক্রম	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১৮.	৫.৫.৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রাণিসম্পদ **বিপণন শাখা (পোল্ট্রি মার্কেটিং উইং) স্থাপন করা**	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৯.	৫.৫.৯	বিদ্যমান লাইভ বার্ড মার্কেটের উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং জীবিত হাঁস-মুরগির বিক্রয় নিরুৎসাহিত করে কোল্ড চেইন এর মাধ্যমে ড্রেসড পোল্ট্রির বিক্রি উৎসাহিত করার মাধ্যমে লাইভ বার্ড মার্কেট ক্রমান্বয়ে হ্রাস/বন্ধ করার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ
২০.	৫.২.৭	দেশীয়ভাবে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পোল্ট্রি টিকা উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংস্থা
২১.	৫.২.১	পোল্ট্রির মানসম্মত ঔষধ ও টিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা। নতুন নতুন রোগজীবাণুর (Emerging diseases) সংক্রমণ ও প্রকোপ থেকে দেশীয় পোল্ট্রি খাতের রক্ষার জন্য দেশীয়ভাবে (সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে) টিকা তৈরির উদ্যোগ নেয়া এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম/সেল এবং একটি ইমারজেন্সি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ফান্ড গঠন করা	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়
২২.	৫.২.৩	পোল্ট্রি রোগের ইপিডেমিওলজিক্যাল কার্যক্রম, সার্ভিলেন্স জোরদার করা এবং পোল্ট্রি রোগ সংক্রান্ত ডিজিজ রিপোর্টিং সিস্টেম আধুনিকীকরণ করা	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
২৩.	৫.২.১১	পোল্ট্রির Transboundary রোগদমনে আন্ত:দেশীয় ও আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা	

ক্রমিক	বাস্তবায়ন ক্রম	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
২৪.	৫.২.১২	ঔষধ ও টিকার মান যাচাইয়ের জন্য মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন করা	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২৫.	৫.৪.২.৩	দেশব্যাপী প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ, ডিম দিবসসহ পোল্ট্রি সংশ্লিষ্ট দিবস ও উৎসবের আয়োজন	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২৬.	৫.৩.১.৪	দেশব্যাপী খামারি পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রদর্শনী মডেল খামার স্থাপন করা	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
২৭.	৫.৭.৩	পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশে **জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা**	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়
২৮.	৫.৬.১.১	মান সম্মত একদিন বয়সী মুরগির বাচ্চা সরবরাহের নিশ্চিতে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২৯.	৫.৬.৩.৩	নিরাপদ ও মানসম্মত ডিম ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে পোল্ট্রি খামারে এন্ট্রিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স নিয়ন্ত্রণে প্রত্যাহারকাল **(Withdrawal Period) মেনে চলা এবং রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান প্রণয়ন করা**	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বিএসটিআই, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩০.	৫.৬.৩.২	রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ পত্র ছাড়া কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক বিক্রয় বা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ক্রমিক	বাস্তবায়ন ক্রম	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
৩১.	৫.৮.৩.৮	পোল্ট্রির ডিম ও মাংস প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য এবং ভ্যালু এডেড পোল্ট্রিজাত পণ্য (Processed & Value added Poultry Products) রপ্তানির স্বার্থে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত/গ্রহণযোগ্য উপায়ে রপ্তানিমুখী পোল্ট্রির শিল্প স্থাপন করা। আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী পোল্ট্রি অঞ্চল (Poultry Zone)/ কম্পার্টমেন্টালাইজেশন (Compertmentalization) এবং পোল্ট্রি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (Poultry Proccesing Zone) তৈরি করা	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩২.	৫.৩.২.৩	পোল্ট্রি তথা প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত সকল আইন ও নীতিমালা প্রয়োগ নিশ্চিত করা	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd